Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 89-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিবপুরাণমতে মুক্তির স্বরূপ পর্যালোচনা

মহাদেব দাস বৈরাগ্য
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী

Abstract

Shivpurana is one of eighteen Mahapurana. The glorification of Shiva is not the only purpose of this Purana. It is rich in philosophical thought. Various aspects of Indian philosophy have been discussed in this mythology. In this book, the issues related to the rights of the subjects, the subject matter and the subject matter are discussed. Realization of Shiva is the main requirement in this Purana. That problem is known as liberation. The objective of this article is to discuss the issue of salvation on the basis of Shivapurana. Even in other myths, the discussion of freedom is summarized and briefly discussed.

Keyword: Non-dualism, Manifest, panchakanchuka, Sivoham, Anandarupata, Atmabodha

ভারতীয় আস্তিকদর্শনপরম্পরায় মুক্তি বা মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপে স্বীকৃত। তবে এই মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তিলাভের উপায় প্রসঙ্গে নানামত লক্ষ্য করা যায়। শিবপুরাণে প্রতিফলিত মুক্তির স্বরূপ কখনও সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি দর্শনের অনুরূপ কখনও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিমত উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে শিবপুরাণ দার্শনিকভাবনার এক নতুন দিককে উন্মোচিত করেছে। শিবপুরাণে বর্ণিত মুক্তি ব্রত, উপবাস লিঙ্গপূজার মধ্যদিয়ে কর্ম্মমার্গানুসারী কখনও বা শিবকেন্দ্রিক অদ্বয়ভাবনা প্রকাশের মধ্যদিয়ে সাধকের পক্ষে এক অনন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে। শিবপুরাণোক্ত মুক্তি পরমমহিমময় শিবতত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনের মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন অভিনব অপরদিকে তত্ত্বভাবনার গাম্ভীর্যে দার্শনিকপ্রজ্ঞার অনুশীলনসাপেক্ষ। মুমুক্ষু সাধকের কাছে কেবল মুক্তিই নয়, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ হল সুধাপ্রদিষ্ট বা অমৃততুল্য ফলদানকারী - 'ফলং চতুর্ণাং সুধাপ্রদিষ্টং' ...। শিবপুরাণে মুক্তিকে চতুর্থ গতিরূপেও অভিহিত করা হয়েছে ... 'ন তু মানৈস্তু বিজ্ঞেয়া চতুর্থগতিরেব চ'।[১]

মুক্তির স্বরূপ, মুক্তি কেন কাম্য, মুক্তির অধিকারী কে? মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মার অবস্থা প্রভৃতি আলোচনা মধ্যদিয়ে মুক্তিতত্ত্বের আলোচনা যথার্থ হয়। তাই আলোচ্য নিবন্ধে শিবপুরাণ সম্মত মুক্তির স্বরূপ আলোচনার প্রারম্ভে মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বরাহপুরাণে উপস্থাপিত নানা অভিমতের আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্নপুরাণে মুক্তির স্বরূপ—

পৌরাণিক ঋষিগণ আপন হৃদয়ে মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে আপামর মানুষকে সেই স্বরূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ঋষিগণের সেই আত্মপ্রত্যয় বা স্বাত্মবোধ স্থান পেয়েছে সমুদয় পুরাণসাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু, অগ্নি, কূর্ম্ম, গরুড়, বায়ু প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত মুক্তির স্বরূপ অধিক মহনীয় বলে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বিষ্ণুপুরাণে পরমাত্মা বা বিষ্ণু হলেন সমুদয়ের মূল। তিনি সর্বভেদরহিত, শুদ্ধ, অক্ষর, বাক-মনের অগোচর এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।[২] জীব ও জগৎ সেই পরমতত্ত্ব হতে উদ্ভূত এবং তা হতে স্বরূপত অভিন্ন। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ জীবের হৃদয়ে ভেদজ্ঞানের উদ্ভব, তা থেকে দ্বৈতবোধ জন্মে। দ্বৈতজ্ঞান থেকে সংসারবোধ ও পুনঃ পুনঃ দুঃখরূপ বন্ধনে আবর্তিত হতে থাকে জীব। তাই দুঃখের চরম নিবৃত্তি এবং জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতাবোধরূপ অদ্বৈতাত্মক ভাবই এখানে মুক্তিরূপে অভিহিত হয়েছে।[৩] এই ভেদবুদ্ধির বিনাশ হল আত্মবোধ। এই অদ্বৈতাত্মবোধ বা অভেদজ্ঞানই পরমজ্ঞান, তা মুক্তিপদবাচ্য। এই বোধকে ব্রহ্মজ্ঞানও বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে ভেদজ্ঞানের আত্যন্তিক তিরোধান ঘটে। এই অবস্থা বিষ্ণুপুরাণে শাশ্বতলয়রূপে অভিহিত। মন বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়সম্পৃক্ত মন বদ্ধ এবং বিষয়বিমুক্ত মন হল মুক্ত। মনের এই অবস্থাকে শাস্ত্রে মনোনাশ বলে। জীব ও ঈশ্বরের একত্ব জ্ঞান হলে জীবের সর্ব দুঃখের মুক্তি ঘটে। এই অদ্বয়বোধই হল বিষ্ণুর পরম পদ এবং ইহাই মোক্ষ।

অগ্নিপুরাণেও ব্রহ্মভাব বা পরমজ্ঞানপ্রাপ্তি মোক্ষরূপে গৃহীত হয়েছে। ব্রহ্মভাবনার দ্বারা সাংসারিক বোধের বিনষ্টি হলে জীব স্বয়ং ব্রহ্মসদৃশ হন... 'ভাবশুদ্ধশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্ত্বা ব্রহ্ম ভবেন্নরঃ'[৪] এখানে জ্যোতির্ময়, ওঙ্কারস্বরূপ, আনন্দময় পরব্রহ্মের সঙ্গে সাধকের অভিন্নতা কল্পনা করা হয়েছে। সাধকের সর্বপ্রকার আশয় ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে— "অহমস্মিতৎ" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অনুভূতি হয়ে থাকে –

"অয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম তত্ত্বমস্যহমস্মি তৎ" [৫]

মুক্ত অবস্থায় জীবের সর্ববিধ অভিমান তথা অহংবোধের বিনাশ করে থাকে। তখন জীব ও পরমেশ্বর শিবের অভেদপ্রাপ্তি ঘটে- 'অয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম অহমস্মীতি মুচ্যতে।'[৬] তখন জীব নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপবোধ করে। যার মধ্যদিয়ে জীবের পরমানন্দ প্রাপ্তি ও সংসারের আবর্ত থেকে চিরনিবৃত্তি ঘটে।

কুর্ম্মপুরাণে জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিকে মুক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে— 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।'[৭] মুক্তি শব্দ এখানে 'ক্ষেমপ্রাপ্তি', 'কেবলী' প্রভৃতি নামে অভিহিত। বলা হয়েছে— 'একীভূত পরেণাসৌ তদ্ভবতি কেবল'।[৮] অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একীভূত ভাবই কেবল তথা মুক্তি। বেদান্তদর্শনের মত এখানে মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্বলোপও স্বীকৃত হয়েছে — 'নিস্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ।'[৯]

বায়ুপুরাণে মুক্তির ত্রিবিধ প্রকার গৃহীত হয়েছে। পারমার্থিক জ্ঞানলাভের ফলে সাধকের বিষয় বিরাগ জন্মায়, তা প্রথম প্রকার মুক্তি। সাধকের রাগক্ষয়হেতু লিঙ্গাভাব হয়, তজ্জন্য কেবলত্ব, নিরঞ্জনত্ব, শুদ্ধত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অবস্থা দ্বিতীয় প্রকার মুক্তি। অন্তিম তথা তৃতীয় প্রকার মুক্তিতে জীবের সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় হয়ে থাকে। এইভাবে সাধক শুদ্ধ স্বরূপ হয়ে পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে।

এইভাবে লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ পুরাণশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীবের একীভাবরূপ মোক্ষ স্বীকৃত এবং সাধকের জীবন্মুক্ত অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। মুক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে শিবপুরাণে বলা হয়েছে—

"শিব এব পরো দেবঃ শিব এব পরং পদম্।
শিব এব পরা মুক্তির্নাতঃ পরতরং ব্রতম্।।"[১০]

জগৎ শিব, শিবাতিরিক্ত জগতের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। যে নির্গুণ পরমাত্মা থেকে জগৎচরাচরের উৎপত্তি তিনিই শিবপদাভিধেয় — "যতঃ সর্ব্বং সমুৎপন্নং নির্গুণাৎ পরমাত্মনঃ। তদেব শিবসঙ্গং ...।।"[১১] অজ্ঞানবশতঃ জীব এই জগৎকে নানারূপে দেখে। যেমন মানুষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নানা দোষবশতঃ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত জ্যোতির্ময় চন্দ্র, সূর্যকে ভিন্নরূপে দেখে। সূর্যচন্দ্রাদি জগৎ প্রকাশক হয়েও যেমন জগতের সঙ্গে স্পর্শসম্বন্ধরহিত। কিন্তু মায়াবশতঃ জীব পরমাত্মার এই স্বরূপবোধে সক্ষম হয় না। জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বোধের দ্বারা বদ্ধ হয়। যখন

এই জীব শ্রবণমননাদি সাধনের দ্বারা মায়ারহিত হয় তখন সে শিবস্বরূপ লাভ করে। এই শিবস্বরূপতা প্রাপ্তি বা শিবতাদাত্ম্য হল শিবপুরাণসম্মত মুক্তি। জগৎ অশিবাত্মক হয়েও শিবকর্তৃক অধিষ্ঠিত এই বোধ সাধকের শিবতাদাত্ম্য লাভের সহায়ক হয়।

প্রশ্ন হতে পারে জগৎ যদি শিবময় হয় জীবাত্মা যদি শিবসম্ভূত হয় তাহলে তার এই মালিন্য কেন? উত্তরে শিবপুরাণকার বলেছেন সর্বানুগ্রাহক শিব যেমন স্বভাবতঃ মলিনতারহিত একইভাবে জীব স্বভাবতঃ মলিন। কর্ম ও মায়ার বন্ধনজনিত মল তার বন্ধনে স্বাভাবিক হেতু, ঔপাধিক নয়। পক্ক ও অপক্ক উভয়প্রকার মলই সংসারের কারণ হয়ে থাকে। মল হল চিত্তের আচ্ছাদক তথা জ্ঞানাবরক। তা থেকে স্বাভাবিক বিশুদ্ধি বা মলশূন্যতা হল শিবতা — 'মলশ্চিদাদকো নৈজো বিশুদ্ধিঃ শিবতা স্বতঃ'।[১২] মালিনীবিজয়তন্ত্রে বলা হয়েছে — 'স্বাত্মপ্রচ্ছাদনক্রিড়ামাত্রমেব মলং বিদুঃ।'[১৩] অর্থাৎ আত্মস্বরূপের আচ্ছাদনকারী হল মল, তা অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া, পাশ প্রভৃতি নামে অভিহিত। মল কর্মোৎপত্তির হেতু। তা জীবের কর্মোৎপাদনের মধ্যদিয়ে সংসাররূপী অঙ্কুরের কারণ। তাই বলা হয়েছে –

'মলৈকযুক্তস্তৎকর্মযুক্তঃ প্রলয়কেবলঃ।
মলমজ্ঞানমিচ্ছন্তি সংসারাঙ্কুরকারণম্।"[১৪]

মায়াবদ্ধ জীব দুঃখময় সংসার থেকে মুক্ত হতে চায়। জীবের ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্ত না হলে চিত্তে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয় না। মৃত্যু, জরা, সুখ-দুঃখ সমুদয় দুঃখানুষক্ত বলে মানুষকে প্রতিনিয়ত দুঃখে নিমজ্জিত হতে হয়। সাংখ্যশাস্ত্রের মত জীব আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখাকীর্ণ। শিবপুরাণকারও জগৎকে দুঃখময় স্বীকার করে বলেছেন—

"দুঃখমেব হি সর্ব্বোঽপি সংসার ইতি নিশ্চিতম্।
কথং দুঃখমদুঃখং স্যাৎ স্বভাবো হ্যবিপর্য্যয়ঃ।।"[১৫]

এই দুঃখময় স্বভাবের কোনরূপ বিপর্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না বলে জগৎকে দুঃখশূন্য বলা যায় না। শিবপুরাণে দুঃখের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকৃত। এগুলির মধ্যে আত্মাকে অধিকার করে শারীরিক ব্যাধিরূপ যে বিপত্তি তা আধ্যাত্মিক দুঃখরূপে পরিচিত- 'জরাদিগ্রন্থিরোগাশ্চ বাধা হ্যাধাত্মিকা মতাঃ।'[১৬] তেমনই পিশাচ, শৃগালাদির উপদ্রব, বল্মীকাদির উৎপত্তি, দুর্জনের সমন্তাৎ পরিদর্শন ইত্যাদি ঘটনা ভাবি দুঃখের সূচনা করে বলে এইগুলি আধিভৌতিক –

"পিশাচজম্বুকাদীনাং বল্মীকাদ্যুদ্ভবে তথা।
...ভাবি দুঃখং সমায়াতি তস্মাৎত্তে ভৌতিকাঃ মতাঃ"[১৭]

অপরপক্ষে দৈবদুর্বিপাকবশতঃ বজ্রপাত, মহামারি, ইত্যাদি জনিত দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখরূপে গৃহীত-

"অমেধ্যাশনিপাতশ্চ মহামারী তথৈব চ।
জরামারী বিসূতিশ্চ গোমারী চ মসূরিকা।
জন্মক্ষ-গ্রহসংক্রান্তি-গ্রহযোগাঃ স্বরাশিকে
দুঃস্বপ্নদর্শনাদ্যাশ্চ মতা বৈ হ্যধিদৈবিকাঃ।।"[১৮]

প্রতিটি জীব এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয়ে তা থেকে মুক্তির সন্ধান করে। অর্থাৎ জীবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তার নিজ স্বভাবের গভীরে নিহিত। তাই মুক্তির প্রার্থনা অমূলক বা আরোপিত নয়। ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মুক্তি জীবের কাম্য। অনুরূপ অভিমত সাংখ্যদর্শনেও দৃষ্ট হয়।

মুক্তির স্বরূপ আলোচনার প্রারম্ভে শিবপুরাণকার বন্ধের কারণ বিষয়েও নিজ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সাংসারিক বন্ধন ও তা থেকে মোক্ষের অধিকারী কে তাও পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। শিবপুরাণের অন্যতম বিবেচ্য পশু, পতি ও পাশ এই তত্ত্বত্রয়। এগুলি যথাক্রমে, জীব, পরমেশ্বর শিব ও বন্ধন নামে অভিহিত। পরমেশ্বর শিব বা পতি নিত্য, শুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত ও সর্ববিধ বন্ধন রহিত। অতএব পতির বন্ধন ও মোক্ষ কল্পনা অমূলক। পতিস্বরূপ শিব স্বয়ং বন্ধন ও মোক্ষের কারণ হওয়ায় তিনি বন্ধন-মোক্ষের অতীত। তবে বন্ধনপ্রাপ্ত হয় কেবল জীবসমুদয়। এইজন্য তাদেরই মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিবপুরাণকারের মতে পশু তথা জীবই হলেন বন্ধন এবং মোক্ষের অধিকারী। শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বরসংহিতায় বলা হয়েছে- 'প্রকৃত্যাদ্যষ্টবন্ধেন বদ্ধো জীব স উচ্যতে।'[১৯] জীব প্রকৃতি আদি অষ্টবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে আদি বলতে প্রকৃতি ও তার পরিণামভূত মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, শব্দ প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্র বোধ্য। প্রকৃতি মায়া নামে অভিহিত এবং তা পরমেশ্বরের শক্তিস্বরূপিনীও 'মায়া মহেশ্বরী শক্তিঃ ...'।[২০] প্রকৃত্যাদি বন্ধনের দ্বারা জীব বধ্য হলেও তাঁর সংসার বন্ধনের মূল হল কর্ম। কর্মের উৎপত্তির মধ্যদিয়ে জীবের সংসাররূপ অঙ্কুরের উদ্ভব হয়। এই কর্ম আবার মল তথা অবিদ্যা বশতঃই হয়ে থাকে। বন্ধন এখানে পাশ নামে অভিহিত। এই পাশ বা বন্ধন আণব, মায়ীব ও কার্ম এই মলত্রয়াত্মক- 'মলত্রয়ময়ং পাশং ভোগভোগ্যত্বলক্ষণম্।'[২১] আণবমল পূর্ণস্বরূপ আত্মাকে পরিমিত সত্তায় পরিণত করে। আত্মার এই অবস্থাকে অণুও বলা হয়ে থাকে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রের টীকাতেও আত্মার এই সংকুচিত অবস্থাকে আণবমলরূপে অভিহিত করা হয়েছে- 'সঙ্কোচ এব হি পুংসামাণবমলমিত্যুক্তপ্রায়ম্।' [২২] আণবমলের দ্বারা আবৃত আত্মা মায়ীয়মলদ্বারা অধিক সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। মায়ীয়মলও আত্মার সঙ্কুচিত অবস্থামাত্র। মায়ীয়মলের কারণে আত্মা সাংসারিক ভিন্ন ভিন্ন বেদ্যবস্তুরূপে ব্যবস্থিত হয়। ভোগপদ বাসনারূপ শুভ-অশুভ কর্মের পরাধীনতা হল কার্মমল। আণব এবং মায়ীয়মলের দ্বারা সঙ্কুচিত ও সংসারী আত্মা কার্মমলের ফলে সুখ-দুঃখাদি ফল অনুভব করে থাকেন। আচার্য ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ের টীকাতেও অনুরূপভাবে আণবাদিমলের স্বরূপ জ্ঞাপিত হয়েছে— 'তথা চ অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তিঃ সঙ্কুচিতা সতী অপূর্ণম্মন্যতারূপম্ আণবং মলম্। জ্ঞানশক্তিঃ ক্রমেণ সঙ্কোচাৎ ভেদে সর্বজ্ঞত্বস্য কিঞ্চিজ্ঞত্বাপ্তেঃ অন্তঃকরণবুদ্ধীন্দ্রিয়তাপত্তিপূর্বং অত্যন্তং সঙ্কোচগ্রহণেন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপং মায়ীয়ং মলম্। ক্রিয়াশক্তিঃ ক্রমেণ ভেদে সর্বকর্তৃত্বকিঞ্চিৎ কর্তৃত্বাপ্তেঃ কর্মেন্দ্রিয়রূপ-সঙ্কোচগ্রহণপূর্বমত্যন্তং পরিমিততাং প্রাপ্তা শুভাশুভানুষ্ঠানময়ং কার্মং মলম্।'[২৩] অর্থাৎ সংক্ষেপে ইচ্ছাশক্তির সঙ্কোচ আণবমল, জ্ঞানশক্তির সঙ্কোচ মায়ীয়মল এবং ক্রিয়াশক্তির সঙ্কোচ অবস্থা কার্মমল নামে অভিহিত। মায়া বা মল স্বয়ং আবরক হয়ে পড়ে। ফলে পরমেশ্বরের পূর্ণময় স্বরূপ সঙ্কুচিত হয়। ভেদহীন সত্তা ভেদাত্মকরূপে প্রতীত হয়। অসীম শক্তিগুলি পঞ্চকঞ্চুক দ্বারা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। ফলে পরমেশ্বরের অদ্বৈতাত্মকরূপ ভেদাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখন শিব স্বস্বরূপ থেকে পশু তথা জীবভাব প্রাপ্ত হয়। এখানে কলাদি পঞ্চকঞ্চুক হল জীবের অন্তরঙ্গের আবরক। কঞ্চুক শব্দের আবরক এইরূপ অর্থ। শিবপুরাণে ঋষির কণ্ঠে প্রশ্ন জেগেছিল- 'কলাদি কথ্যতে কিং তৎ কর্ম বা কিমুদাহৃদম্।'[২৪] কলাদি বলতে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তিকে বুঝিয়েছে—

"কলা বিদ্যা চ রাগশ্চ কালো নিয়তিরেব চ।
কলাদয়ঃ সমাখ্যাতা যো ভোক্তা পুরুষো ভবেৎ।।"[২৫]

কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনে কলাদি পঞ্চকঞ্চুকের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। এগুলি পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব, ব্যাপকত্ব প্রভৃতি শক্তিকে সঙ্কুচিত করে যথাক্রমে; অল্পজ্ঞত্ব, অল্পকর্তৃত্ব, পরিমিতত্ব, অনিত্যত্ব ও অব্যাপকত্ব অবস্থার প্রাপ্তি ঘটায়। পরমেশ্বর শিবে সর্বকর্তৃত্ব শক্তি সঙ্কুচিত স্বল্পকর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে পরমাত্মাকে পরিমিত করলে তখন তাকে 'কলা' বলা হয়—

"সর্বকর্তৃতাশক্তিঃ সঙ্কুচিতা কতিপয়ার্থমাত্রপরা।
কিঞ্চিৎকর্তারমমুং কলয়ন্তী কীর্ত্যতে কলা নাম।।"[২৬]

পরমাত্মার অল্পজ্ঞত্ব অবস্থা 'বিদ্যা' নামে অভিহিত। এটি পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্বশক্তির কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব অবস্থা বা সর্বজ্ঞ শিবের জীবনিষ্ঠ সংকুচিত রূপ—

"সর্বজ্ঞতাস্য শক্তিঃ পরিমিততনুরল্পবেদ্যমাত্রপরা
জ্ঞানমুৎপাদয়ন্তী বিদ্যোতি নিগদ্যতে বুধৈরাদ্যৈঃ।।"[২৭]

পরমেশ্বরের নিত্যশক্তি পরিমিত হয়ে আত্মাকে ভোগানুরক্ত করলে তখন তাকে 'রাগ' বলা হয়। রাগ হল আসক্তিবিশেষ তা জীবকে অশুচি ভোগবিশেষে অনুরক্ত করে—

"নিত্যপরিপূর্ণতৃপ্তিঃ শক্তিঃ তস্যৈব পরিমিতা নু সতী।
ভোগেষু রঞ্জয়ন্তী সততমমুং রাগতত্ত্বমাখ্যাতা।।"[২৮]

আবার শিবের নিত্যতাশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে আত্মার সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ প্রদান করে, তখনই পরমাত্মা অনিত্য বা পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে 'কাল' নামে অভিহিত করা হয়- কালের সঙ্গে কর্তৃত্বের সম্বন্ধ থাকায় তার দ্বারা ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকালের প্রতীতি ঘটে—

"সা নিত্যতাঽস্য শক্তির্নিষ্যনিধনোদয়প্রদানেন।
নিয়তপরিচ্ছেদকরী ক্লৃপ্তা স্যাৎ কালতত্ত্বরূপেণ।।"[২৯]

যা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বা সর্বব্যাপকতা শক্তিকে সঙ্কুচিত করে তাকে কৃত্য-অকৃত্যরূপে বশীভূত করে তা 'নিয়তি' নামে আখ্যাত। নিয়তি জীবের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের নিয়ামিকা হয়ে থাকে—

"যাস্য স্বতন্ত্রতাখ্যা শক্তিঃ সঙ্কোচশালিনী সৈব।
কৃত্যাকৃত্যেষবশং নিয়তমমুং নিয়ময়ন্ত্যভূন্নিয়তিঃ।।"[৩০]

কলাদি কঞ্চুকগুলি অবিদ্যা বা মায়ার বিকার নামে অভিহিত। এই বিকারভূত পাশের দ্বারা আবদ্ধ জীবের শরীর উৎপন্ন হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণভেদে শরীর ত্রিবিধ- 'শরীরং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।'[৩১] স্থূলশরীর ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টাপ্রদ, সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ের ভোগপ্রদান করে এবং জীবের সৎ-অসৎ কর্মানুসারে আত্মার ভোগের নিমিত্ত যে শরীর তা কারণশরীর। কারণশরীর সুখাদি কর্মদ্বারা কর্মফল ভোগ করে থাকে। শরীর কর্মরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হলে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্তিত হতে থাকে। কর্ম পূণ্যাত্মক ও পাপাত্মকভেদে দ্বিবিধ। পূণ্যাত্মককর্মের ফল সুখ এবং পাপাত্মক কর্মের ফল হল দুঃখময়। কর্ম অবিদ্যা বা মলের ভোগাবসান পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আত্মনিষ্ঠমলের ক্ষয়প্রাপ্তি হলেও প্রারব্ধ কর্মজনিত দেহবন্ধন থেকে যায়। যখন প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ হয় তখন কর্মের অভাবে জীবের অখণ্ডস্থিতি লাভ হয়ে থাকে। আত্মা বা পুরুষ শরীর হতে ভিন্ন। শরীর অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বশীভূত, দুঃখময়, অনিত্য, সর্ববিধ দুঃখসমূহের বীজভূত। শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে আত্মা কর্মত্বপ্রাপ্ত হয়ে কখনও সুখী কখনও বা দুঃখীরূপে মনে করে। ক্ষেতে জল প্লাবিত হয়ে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় তেমনই কর্মরূপ অজ্ঞানপ্লাবিত হয়ে দেহের উৎপত্তি ঘটে—

"অম্ভিরাপ্লাবিতং ক্ষেত্রং জনয়ত্যঙ্কুরং যথা।
অজ্ঞানপ্লাবিতং কর্ম্ম দেহং জনয়তে তথা।।"[৩২]

আত্মা বা জীব দেহকে আশ্রয় করে সুখাদি ভোগের আশ্রয় হয়ে থাকে বলে তাকে ভোক্তাও বলা হয়। ভোক্তা পুরুষ হলেন সুখ-দুঃখবিমোহাত্মক। বিভিন্ন শাস্ত্রে বন্ধনের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। কখনও পরমাত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা অবিদ্যা, কখনও বিবেকজ্ঞানের অভাব, কখনও বা মল বা তম ইত্যাদি জীবের সংসার

বন্ধনের হেতুরূপে গৃহীত হয়েছে। কখনও আবার পরমেশ্বর বিষয়ক অপূর্ণ বা সঙ্কুচিত জ্ঞানকে বন্ধনের হেতু স্বীকার করা হয়েছে- 'জ্ঞানং বন্ধঃ'।[৩৩]

জ্ঞান সীমায়িত হলে অহংকারের প্রতিপত্তি ঘটে। অহংকার বা আসক্তি থেকে মুক্ত না হলে চেতনার বা চৈতন্যের মুক্তি বা শিবত্বলাভ সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষ তথা সাধক অজ্ঞানবশ হয়ে কর্ম করে বলে ঐ কর্মের আসক্তি বা অহংকারে আবদ্ধ হয়। আসক্ত কর্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান তথা চেতনা সীমাবদ্ধ হলে জীব বা পশু চেতনাবদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। তখন জীবের 'আমি', 'আমার' এরূপ বোধ জাগে। তবে প্রকৃতপক্ষে শিবপুরাণে বন্ধন হল পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিকল্পিত। স্বেচ্ছায় তাঁর শিবভাব থেকে পশুভাব গ্রহণ। তখন তাঁর অসীম শক্তিসমূহের সঙ্কোচদশার প্রাপ্তি ঘটে। স্পন্দশাস্ত্রে যাকে পরমেশ্বরের স্বরূপগোপনাত্মিকা ক্রিয়াও বলা হয়েছে।

শিবপুরাণে মুক্তি হল আত্মার স্বরূপাবস্থা তথা নিরতিশয় আনন্দরূপ অবস্থা- 'মুক্তিরাত্মস্বরূপেণ স্বাত্মারামত্বমেহ হি।' জীবের তথা আত্মার স্বস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে স্বরূপাবস্থার প্রাপ্তি হয়। স্বরূপাবস্থা প্রকৃতপক্ষে 'জীবোহম্ থেকে শিবোহম্ এ উত্তরণ। এই অহম্ বৃহতের আস্বাদ ঘটায় এবং যা শুদ্ধ। ব্যক্তি অহম্ তখন শুদ্ধ অহম্ এ লয়প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ বলে এই অবস্থায় সাধকের নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত হয়। আনন্দ স্থির ও অস্থির ভেদে দ্বিবিধ। স্থির আনন্দ পরমানন্দ বা নিত্যানন্দ এবং অস্থির আনন্দ লীলানন্দ। অস্থিরমতি সাধকগণ বিষয়ানন্দে মত্ত থাকে। কিন্তু নিশ্চল চিত্তবান্ সাধক সদা অন্তরানন্দে বিরাজ করেন। স্বরূপপ্রাপ্তি কোন আগন্তুকরূপের অভিব্যক্তি নয়, বরং তা জীবের প্রকৃত বা স্বাভাবিক স্বরূপে প্রত্যর্পণ করা। স্বরূপপ্রাপ্তিতে বা মুক্তিদশায় সাধকের অখণ্ডবোধ জন্মে। অখণ্ডবোধকে শুদ্ধচেতনা বলা হয়। চেতনা বিভক্ত হয়ে চিন্তার উদয় হয়। চিন্তামুক্ত চৈতন্যই হল প্রকৃত অহম্ বা আত্মসত্তা। এই অহম্ সত্তা ও পরমেশ্বর শিব পরস্পর অভিন্ন হয়ে 'শিবোহম্ রূপ অসীমসত্তায় পর্যবসিত হয়- 'অহং শিবঃ শিবশ্চাহং ত্বঞ্চাপি শিব এব চ'।[৩৪] নদীসকল যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করে তাতে সংমিশ্রিত হয় তেমনই খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিসত্তা অখণ্ড শিবস্বরূপে মিলিত হয়ে অখণ্ডবোধ লাভ করে। অখণ্ডবোধ লাভ হলে চিত্তের সচলাদি সর্ব অবস্থাতেই নিজ স্বরূপ বর্তমান থাকে। অখণ্ডবোধ বা অখণ্ডজ্ঞানে চেতনার চৈতন্যে অবস্থান ঘটে। এ অবস্থানকে আত্মজ্ঞান বা আত্মস্থিতিও বলা হয়। অখণ্ড স্বরূপ স্থিতিতে সাধকের স্থিরচিত্ত কেবলমাত্র শিবব্রহ্মে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। চিত্তের এই স্থিরতা অবস্থায় সর্বক্লেশশূন্য চৈতন্য সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া 'শিবত্ব' অবস্থা নামে অভিহিত। এই নিশ্চলা বা স্থিরবোধ কোন বাহ্য ব্যাপার নয়, চিন্তামুক্ত চৈতন্যের অন্তরীয় অবস্থা, তাকে নিরপেক্ষ সত্তা বা মৌলিক সত্তাও বলা হয়। জীবের শিবস্বরূপ লাভে তার নিজ মধ্যে নিশ্চলাবোধ বা স্থিরবোধে জাগরণ ঘটে। শিবপুরাণে মুক্তিদশায় জীবের যে স্ব স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে অনুরূপ অভিমত ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও উপলব্ধ হয়- 'এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।'[৩৫] অর্থাৎ সম্প্রসাদ বা মুক্তজীব এই শরীর হতে উত্থিত হয়ে পরমজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হন। এখানে স্বরূপ প্রাপ্তির অর্থ হল স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও স্বাভাবিক রূপের অভিব্যক্তি। শ্রুতিবাক্যে 'স্বেন' শব্দগ্রহণ দ্বারা স্বরূপপ্রাপ্তিতে কোন আগন্তুকরূপের অভিব্যক্তির কথা নিষিদ্ধ হয়েছে এইরূপ বুঝতে হবে। এই শ্রুতিবাক্যের আধারে ব্রহ্মসূত্রকার আচার্য বাদরায়ণ ও মুক্তিতে জীবের স্বরূপ স্থিতির কথা স্বীকার করেছেন।

শিবপুরাণে এই অখণ্ড অবস্থাকে একীভাব বা অদ্বৈতাবস্থাও বলা হয়েছে। পরমেশ্বর শিব হতে জীবের কোনরূপ ভেদের উৎপত্তি হয় না। বেদান্তে মুক্তিদশায় সাধকের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ হয়ে থাকে শিবপুরাণ মতেও সাধক লাভ করেন- 'সোঽহম্ শক্ত্যাত্মকঃ শিবঃ' এই চরম অনুভূতি এখানে সঃ পদে শিব এবং হং পদে শক্তি নির্দেশিত – 'তত্রাদ্যোঽহং পদস্যার্থঃ শক্ত্যাত্মা স শিবঃ স্বয়ম্।'[৩৬] অর্থাৎ শক্তিরূপী শিবই আমি এইরূপ আত্মভাব লাভ হয়। এই ভাবের পর্যবসান ঘটে- 'অহং শিবোহস্মি' এইরূপে। এই অবস্থায় সাধকের অন্তরে সমুদয় দ্বৈতভাবের নিরসন ঘটে। তখন সাধক নিরতিশয় শিবানন্দ লাভ করে। অর্থাৎ শিবপুরাণ মতে মুক্তি একাধারে জীবের স্বস্বরূপ প্রাপ্তি আবার অপরপক্ষে তা নিরতিশয় আনন্দরূপ অবস্থা। এই চরম অবস্থায় জীব তথা সাধক শিবব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করে।

মুক্তজীবে ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে শিবপুরাণে পুনরায় মুক্তির প্রকারভেদ গৃহীত হয়েছে। সংহিতাবিশেষে কোথাও চতুর্বিধ কোথাও আবার পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ রয়েছে—

"সালোক্যঞ্চৈব সামীপ্যং সারূপ্যং সার্ষ্টিরেব চ।
সাযুজ্যমিতি পঞ্চৈতে ক্রিয়াদীনাং ফলং মতম্।।"[৩৭]

এগুলি সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য। ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও সালোক্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই ত্রিবিধ মুক্তির প্রসঙ্গ রয়েছে— 'স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি।'[৩৮] পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মাদি সাধন পালনের দ্বারা সাধক তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন। অনুগ্রহের ফলে সাধকের সমুদয় বন্ধনের লোপ এবং দেহ বশীভূত হয়। এই অবস্থায় সাধক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে মুক্ত হয়ে শিবলোকে বাস করেন, যা 'সালোক্য' মুক্তি নামে অভিহিত। শিবপুরাণে বলা হয়েছে—

"প্রসাদাৎ পরমেশস্য কর্ম্মদেহো যদা বশঃ।
তদা বৈ শিবলোকে তু বাসঃ সালোক্যমুচ্যতে।"[৩৯]

রূপ প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্র বশীভূত হলে 'শিবসামীপ্যরূপ' মুক্তি ঘটে— 'সামীপ্যং যাতি সাম্বস্য তন্মাত্রে চ বশংগতে।'[৪০] তন্মাত্রগুলি বশীভূত হওয়ার পর ত্রিশূল প্রভৃতি আয়ুধ এবং শিবোপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় যা 'সারূপ্য' মুক্তি নামে অভিহিত- 'তদা তু শিবসারূপ্যমায়ূধাদ্যৈঃ ক্রিয়াদিভিঃ।'[৪১] শিবপুরুষের মহাপ্রসাদ বা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ না হলে প্রকৃতির কার্যভূত বুদ্ধি বশীভূত হয়। সাধকের সেই অবস্থা 'সার্ষ্টি' মুক্তি নামে অভিহিত—

"মহাপ্রসাদলাভে চ বুদ্ধিশ্চাপি বশা ভবেৎ।
বুদ্ধিস্তু কার্য্যং প্রকৃতেস্তৎ সার্ষ্টিরিতি কথ্যতে।"[৪২]

অবশেষে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রকৃতিও বশীভূত হলে তাঁর সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি মানস ঐশ্বর্য সাধক লাভ করতে সমর্থ হয়। এই ঐশ্বর্য্য লাভ হলে সাধক শিবস্বরূপে বিরাজ করেন। এই অবস্থা 'সাযুজ্যমুক্তি' নামে অভিহিত। সাযুজ্য শব্দের সংযোগ, ভোগসাম্য প্রভৃতি অর্থ প্রসিদ্ধ। তবে এখানে তা যুক্ত হওয়া অর্থে গৃহীত হয়েছে। শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বরসংহিতায় মুক্তির এই স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"সার্ব্বজ্ঞাদ্যং শিবৈশ্বর্য্যং লব্ধং স্বাত্মনি রাজতে।
তৎ সাযুজ্যমিতি প্রাহুর্বেদাগমপরায়ণঃ।" ৪৩

এখানে সালোক্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে শিবসাযুজ্যই পরা তথা শ্রেষ্ঠ মুক্তি। কারণ স্বভাবভূতা এই পরামুক্তিতে সাধক আত্মস্বরূপতা তথা শিবস্বরূপতা লাভ করে থাকেন। এই অবস্থায় জীব-শিবের কোন পারমার্থিক ভেদ থাকে না এবং নিরুদ্ধ হয় জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। সালোক্যাদি মুক্তিদশায় কিন্তু জীবের জন্মাদি প্রবাহ চলতে থাকে।

শিবপুরাণের মত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও সালোক্যাদি মুক্তির পঞ্চপ্রকার এবং অতিরিক্ত লীন এই ষড়বিধ মুক্তির ভেদ গৃহীত হয়েছে- 'সার্ষ্টিসালোক্যসারূপ্যসামীপ্যসাম্যলীনতাম্।' [৪৪] এখানে পরমেশ্বরের সমান সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্যলাভ হল সার্ষ্টি, পরমেশ্বরের সঙ্গে সমান লোকে বাস করা সালোক্য, তাঁর সমানরূপতা বা অভিন্নরূপতা লাভ হল সারূপ্য, উপাস্যরূপ শিবের সমীপে বাস হল সামীপ্য, তাঁর সঙ্গে একবৃত্তিতা প্রাপ্তি হল সাম্য বা সাযুজ্য এবং পরমেশ্বরে সাধকের নিজদেহের বিলয় ঘটলে তা লীনমুক্তি নামে অভিহিত।

অর্থাৎ শিবপুরাণ মতে মুক্তি হল জীবের আত্মস্বরূপতা লাভ বা শিবস্বরূপতা প্রাপ্তি। এই অবস্থায় সর্ববিধ দ্বৈতভাবের নিরসন ঘটে। সাধক তখন পরমেশ্বরের সমান ঐশ্বর্যময় হয়ে অবস্থান করেন। এইভাবে সমগ্র

শিবপুরাণশাস্ত্রে শিবতত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে পুরাণকার সাধকগণের পরম অভীপ্সিত মোক্ষের বা মুক্তির স্বরূপ আলোচনা করেছেন। শিবপুরাণের মুক্তি কখনও অদ্বৈতবেদান্তের মুক্তির অনুরূপ কখনও আবার শৈবদর্শনে বর্ণিত মুক্তির স্বরূপের মত। মুক্তিতত্ত্ব আলোচনার মধ্যদিয়ে পুরাণকার একাধারে দার্শনিক পরম্পরার সমর্থন করেছেন অপরপক্ষে মানুষকে চিরকল্যাণের, চিরমঙ্গলের পথ নির্দেশ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা- ৩৮/১৫
২. বিষ্ণুপুরাণ ২/২২/৪৭
৩. তদেব, ৬/৭/৯৩
৪. অগ্নিপুরাণ ১৬/১/৩০
৫. তদেব, ১৬১/২৫-২৬
৬. তদেব, ৩/১১/১৫
৭. কূর্ম্মপুরাণ, ২/৩১
৮. তদেব, ২/৩২
৯. তদেব, ২/৩৭
১০. শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা- ৭৫/৫৩
১১. তদবে, ১/৭৭/৩
১২. তদেব, বায়বীয়সংহিতা. পূর্ব ৪/২০
১৩. কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন এবং স্পন্দশাস্ত্র, পৃ. ২৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৩২
১৫. শিবপুরাণ, বায়ুবীয়সং.পূ. ২৭/৮৬
১৬. তদেব, বিদ্যেশ্বরসংহিতা, ১৬/১০০
১৭. তদেব, ১৬/১০১-১০৩
১৮. তদেব, ১০৩-১০৫
১৯. তদেব, ১৬/৩
২০. বায়বীয়সং পূর্ব ৪/২০
২১. শিবপুরাণ ৭/২/১৭
২২. স্বচ্ছন্দতন্ত্রটীকা ভাগ ৫
২৩. কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন এবং স্পন্দশাস্ত্র, পৃ. ২৪২
২৪. বায়বীয়সং পূ. ৪/২৩
২৫. তদেব, ৪/২৫
২৬. কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন এবং স্পন্দশাস্ত্র, পৃ. ২৪১
২৭. তদেব, ২৪২
২৮. তদেব, ২৪৩,
২৯. তদেব, ২৪৩
৩০. তদেব

৩১. শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বরসংহিতা ১৬/৬
৩২. তদেব, বায়বীয়.পূ. ৪/৫৩
৩৩. শিবসূত্র ২
৩৪. জ্ঞানসংহিতা ১৭/৬৭
৩৫. ৮/১২/৩
৩৬. তদেব
৩৭. বিদ্যেশ্বরসংহিতা ৭/২৬-২৭
৩৮. ২/২০/২
৩৯. তদেব, ১৬/১৯
৪০. তদেব, ১৬/২০
৪১. তদেব
৪২. তদেব, ১৬/২১
৪৩. তদেব, ১৬/২৩
৪৪. ব্রহ্মখণ্ড ১৬/১৭

গ্রন্থপঞ্জি :

উপনিষদ, সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, নবম সংস্করণ, কলি, দেবসাহিত্যকুটীর প্রা.লি. ২০১০।
পরমেশ্বর, শিব, শিবসূত্রম, সম্পা. জয়দেব, সিংহ, বারাণসী, মতিলাল বনারসী দাস, ১৯৮৪।
বেদব্যাস, বেদান্তদর্শনম্ (প্রথম অধ্যায়), সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, কলি, দেবসাহিত্য কুটীর প্রা. লি. ২০১৬।
বেদব্যাস, শিবপুরাণ, সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রথম সং. ১৩৯২ ব, কলি, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৬ ব.
শ্যামাকান্ত, দ্বিবেদী, কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন, এবং স্পন্দশাস্ত্র, প্রথম সং., বারানসী চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০৯।